সংবাদ

তারিখ ... SEP. 26 2006 ...

# 'আমরা কেমন শিক্ষা চাই'

**আইইডির তা নির্ধারণের প্রয়াস**

সবাই বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল নয়। এটা বদলানো দরকার। কিন্তু বদলিয়ে ঠিক কেমন করা দরকার সে ব্যাপারে কোথাও কোন স্পষ্টতা নেই। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্যই আইইডি দেশের কয়েকজন প্রথিতযশা শিক্ষা ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে শিক্ষা বিষয়ক একটি ধারণাপত্র তৈরি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে তুলে ধরে। এ সূত্র ধরে আমাদের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা বিস্তর সুপারিশ তুলে ধরেন, যার ভেতর দিয়ে শিক্ষা বিষয়ক জনচাহিদারই একটি রূপরেখা উঠে আসে। পরিবেশ ও ক্ষমতায়নের পাঠকদের জন্য আইইডি কর্মী সারা জামান সমন্বিত ওই সুপারিশমালা এখানে তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাদর্শন ছাড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায় না। প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে থাকে একটি দর্শন, যার ভিত্তিতে রচিত হয় সে দেশের শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থাই শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এর নির্মাণ-রসদ হচ্ছে সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। সুতরাং, আমরা মনে করি, আমাদের শিক্ষাদর্শন বিনির্মাণের ভিতটি তৈরি করবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও লোকজ চিন্তা চেতনা। পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে বিশ্বজনীনতা, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। তাহলেই একজন শিক্ষার্থীর সমাজের জন্য উপকারী, উপযোগী ও কার্যকর হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হবে। তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানস গঠিত হবে এবং বিশ্বনাগরিক চৈতন্য বিকশিত হবে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাদর্শন ধারণ করবে বাংলা ও বাঙালি সমাজের সেই ঐতিহ্যিক উপাদানগুলো, যা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এগুলো হলো- বহুত্ববাদিতা, বৈচিত্র্যময়তা, বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে একত্ব, মানবিকতা এবং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সম্প্রীতির মাঝে বসবাসের ঐতিহ্য অর্থাৎ 'ইহজাগতিকতা'।

আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রত্যাশিত শিক্ষার জন্য একটা ধারণাপত্র তৈরি করার উদ্দেশে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইইডি) সহায়তায় অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী ও সাইফুর রহমান তারিকের তত্ত্বাবধানে 'আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই' শিরোনামে একটি সমীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টস পর্যালোচনা, নির্বাচিত শিক্ষা ও শিক্ষণ বিশেষজ্ঞদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো) এবং বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদের শিক্ষাবিষয়ক ধারণাগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ধারণাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ উপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবনার জন্য সুপারিশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ধারণাপত্রটি ছয়টি বিভাগীয় কর্মশালা, একটি জাতীয় সেমিনার ও ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে আয়োজিত একটি কর্মশালায় উন্মুক্ত করা হয়।

কর্মশালাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয় ১৭ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ মিলনায়তন, ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ৬ মে যশোর বাঁচতে শেখা অডিটোরিয়াম, ১২ মে বরিশাল বিডিএস মিলনায়তন, ১৭ মে রাজশাহী স্বপ্নীল কমিউনিটি সেন্টার, ৩১ মে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা মিলনায়তন এবং ২ মে আইইডি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে। কর্মশালাগুলোতে সভা প্রধান ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে প্রফেসর একেএম শামসুল আলম, সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন, শিক্ষাবিদ প্রফেসর একেএম শামসুল আলম, সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন, শিক্ষাবিদ প্রফেসর আফসার আলী, শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিদ নিখিল সেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জুলফিকার মতিন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল ইসলাম এবং গবেষক ড. অজয় রায়। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও আইইডি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে সভা প্রধান এবং সঞ্চালক ছিলেন যথাক্রমে ড. আনিসুজ্জামান ও রোকেয়া কবীর।

প্রতিটি কর্মসূচিতে সমীক্ষক দলের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ধারণাপত্র উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রাখার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন। অংশগ্রহণমূলক ও স্বতঃস্ফূর্ত এসব কর্মসচিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ উঠে আসে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

**প্রাক-প্রাথমিক**

০ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ৪ বছর থেকে শুরু হতে পারে। এক্ষেত্রে ১-৩ বছর পর্যন্ত শিশু মাতৃকোলেই থাকবে। এ সময় শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়।

**প্রাথমিক**

০ কেউ কেউ বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি থাকা উচিত, কেউ বলেন দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে, আবার কেউবা ইংরেজি থাকাই উচিত নয় বলেন।

০ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

০ নীতি শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই থাকা দরকার, কেউ কেউ বলেন ৪র্থ শ্রেণী থেকে।

০ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আট বছর মেয়াদি হওয়া উচিত।

০ প্রাথমিক শিক্ষা ১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হওয়া উচিত।

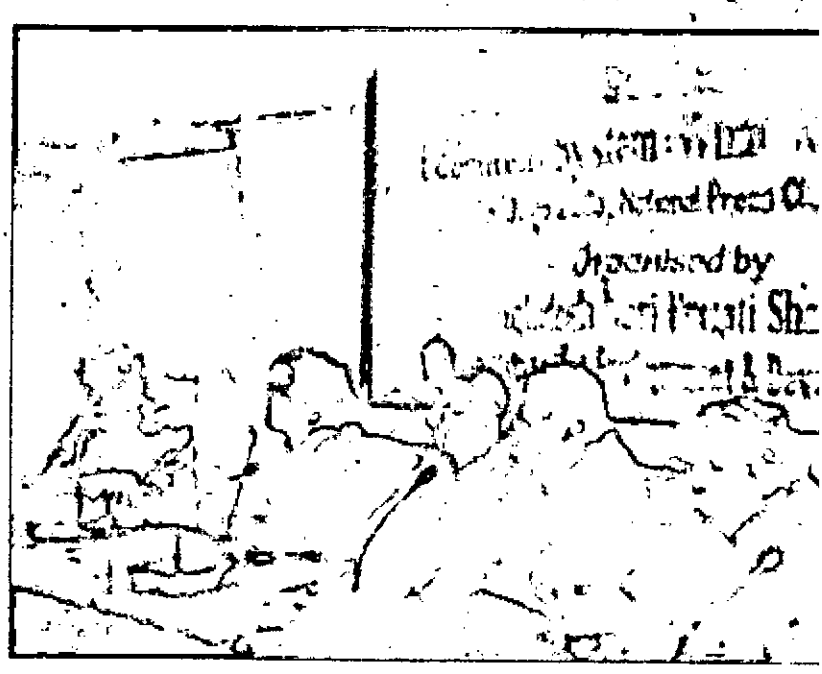

০ ৫ম শ্রেণী থেকে তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের) আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

০ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

**মাধ্যমিক**

০ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবণ্টন হতে পারে এরকম- বাংলা-২০০, ইংরেজি-১০০, গণিত-১০০, বিজ্ঞান-২০০ (যার মধ্যে ফিজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে), সামাজিক বিজ্ঞান-২০০ (এর মধ্যে ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান থাকবে), মানবিকতা-১০০ (এর মধ্যে ইতিহাস ও দর্শন থাকবে) ফাইন আর্টস-১০০ অর্থাৎ সর্বমোট নম্বর-১০০০।

০ মাধ্যমিক স্তরে নৈর্ব্যক্তিক প্রথাকে পরিবর্তন করে এর স্থলে শূন্যস্থান পূরণ, বিপরীত শব্দ, হ্যাঁ/না ইত্যাদি থাকতে পারে।

০ মাধ্যমিক পর্যায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত হতে পারে, এরপর থাকবে উচ্চশিক্ষা স্তর।

০ মাধ্যমিক ইংরেজি ২০০ নম্বরের না হয়ে ১০০ নম্বরের হতে পারে।

**প্রশিক্ষণ বিষয়ক**

০ শিক্ষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

০ বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে, সেখানে অনেক অসঙ্গতি এবং অব্যবস্থাপনা দেখা যায়। যার ফলে প্রশিক্ষণ নিয়েও শিক্ষকরা ভাল শিক্ষা দান করতে পারেন না। এসব অসঙ্গতি দূর করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**মাদ্রাসা/ধর্মশিক্ষা**

০ ধর্মশিক্ষাকে স্কুলপাঠ্য না করাই উচিত। এটি আধ্যাত্মিক বিষয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিভাজন তৈরি করে।

০ সকল ধর্মের মূলনীতি নিয়ে সর্বজনীন একটা ধর্মীয় শিক্ষা থাকতে পারে।

০ স্কুলে যে সিলেবাস আছে মাদ্রাসাগুলোতে সেই সিলেবাস চালু করলে শিক্ষার ব্যবধান অনেক কমে যাবে।

০ মাদ্রসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

**অন্যান্য**

০ আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ।

০ দেশে যে ১১ রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে।

০ শিক্ষা-সংস্কার করতে হলে শিক্ষাবিদ ছাড়াও অন্যান্য পেশার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কাজটা করা উচিত।

০ এদেশের উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো কৃষি। এজন্য কৃষিভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূল করতে হবে।

০ পাঠ্যপুস্তকে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলো বিশদভাবে আনতে হবে এবং এস তথ্যের স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

০ শিষ্টাচারের জন্য ৫০-১০০ ন থাকা উচিত।

০ লিঙ্গ শিক্ষা, নাগরিক অধিকা বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে থাকা দরকা

০ জেলখানায় যেসব নারী কয়ে রয়েছে তাদের সন্তানদেরও শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

০ সুশীল সমাজের সমন্বয়ে এক শিক্ষা-কমিশন গঠন করতে হবে।

০ বর্তমানে যে গ্রেডিং সিস্টেম হয়েছে তার সংস্কার করতে হবে।

০ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা পাশাপাশি লোকায়ত শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

০ লিঙ্গসমতা আনতে কিছু শব্দ যেমন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা- এগুলো ব্যবহার না করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এই টার্মগুলো ব্যবহার কর উচিত।

০ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট আরও বাড়াতে হবে এবং শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৈষম্যহীনভাবে বাড়াতে হবে।

০ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না য়াচাই করে দেখা দরকার।

০ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষানুরাগী হিসে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের, বিশেষ করে গ্রামে বসবাসকারী অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে

০ সংবিধানকে সহজভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে মানবাধিকার ও আইন বিষয় সম্পৃক্ত করা উচিত।

০ পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের কথা থাকবে, নদী গাছ-পাখি-পাহাড় ইত্যাদির কথা থাকবে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা এগুলোর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে পারে।

০ শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

০ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

০ স্কুল-কলেজের গভর্নিংবডিতে সুশিক্ষিত লোককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে প্রশাসনের ক্ষমতা কমিয়ে কমিটিকে ক্ষমতা দিতে হবে।

০ কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করতে হবে

০ প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও বর্তমান ধারায় পাবলিক পরীক্ষা রাখা ঠিক কি না তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

০ ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রতিটি থানায় অন্তত ১টি ভাল স্কুলে টেলিস্কোপ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

০ ভাল শিক্ষক গ্রামে থাকার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদেরও গ্রামে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত থাকা উচিত না তা বিবেচনা করতে হবে।

০ সহবিষয়গুলো শিক্ষার মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

০ শিক্ষকদের সময়োপযোগী বেতন প্রদান করতে হবে।

০ মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ও ইংরে উভয় মাধ্যমই থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষা বাংলা ভাষায় দেয়া হবে না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

০ আদিবাসী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং পথশিশুদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

০ পাঠ্যসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বিষয় রাখা উচিত।

০ আদিবাসীরা যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

০ শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার।

০ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

০ শিক্ষকদের ভাল শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

০ প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা দরকার।

[পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন- আইইডি